দৈনিক ইনকিলাব 35

তারিখ ... 03 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ২ ...

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ১০ মাঘ, ১৩৯৬, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৯০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা নিয়ে দৈনিক ইনকিলাবের পাতায় এক সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে গতকাল সোমবার।। এ প্রতিবেদনে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যে-সব বিদ্যালয়ের আলোচনা প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে এই দুরবস্থা কেবলমাত্র সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং, এ সমস্যা দেশব্যাপী বিরাজিত। ৬৮ হাজার গ্রাম ঘুরে প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা সরেজমিনে জরিপ করা হলে সর্বত্র এই একই চিত্র পরিলক্ষিত হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে— জরাজীর্ণ শিক্ষাভবন, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা, শিক্ষাপোকরণের অভাব, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকের অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা, শিক্ষার পরিবেশের অনুপস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন লাভের বিঘ্ন প্রভৃতি তো রয়েছেই।

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই যে বৃটিশ আমলে ও পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পর আর তার মেরামত হয়নি। কোনো কোনো স্থানে ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে, কোথাও ছাদ ধসে পড়েছে, কোথাওবা পড়ো পড়ো অবস্থা, ঝড়-বৃষ্টির সময় গৃহাভ্যন্তর অপেক্ষা গাছের তলা ও আকাশের শামিয়ানার নীচে অনেকটা নিরাপদ— এ অবস্থা আজ অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। চেয়ার নেই, টেবিল নেই, বেঞ্চ নেই, পার্টিশন নেই, হোগলা-মাদুর পেতে ক্লাস করতে হচ্ছে—০ এ অভিযোগও শত শত প্রতিষ্ঠানের। ব্লাকবোর্ড, চক ইত্যাদি শিক্ষাপোকরণ না থাকায় সমস্যা প্রায় সবখানেই রয়েছে। এর পর দেখা যাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষাবিধি অনুযায়ী প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য না-কি একজন করে শিক্ষক থাকার কথা অথচ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন রয়েছে যেখানে বছরের পর বছর ধরে এ সংখ্যার তুলনায় বহু বহুগুণ বেশী শিক্ষার্থীকে শিক্ষকদের সামাল দিতে হচ্ছে। আর শিক্ষকদের অমনোযোগিতা, উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতার কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। যিনি যতো বড় পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন সকলেরই শিক্ষাগুরু এই প্রাথমিক শিক্ষকরা, তাই তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে সকলেই সঙ্কোচ বোধ করেন। তবে একথা সকলেই আফসোস করে বলেন, সেই শিক্ষাগুরুরা আজ আর নেই। সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাইমারী স্কুলের দশা প্রায়-মারিতে গিয়ে পৌঁছেছে। এছাড়া জনসংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা তো বিশেষ সমস্যা হিসাবে বহু পূর্ব হতে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেই। দেশের জনসংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা। কিন্তু, সেই অনুপাতে বাড়ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির পরিমাণ। এরূপ অবস্থায় সবার জন্য শিক্ষা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতার অভিশাপ দূরীকরণ ইত্যাদি লক্ষ্য যেমনটা দূরে ছিল ঠিক তেমনি দূরে থেকে যাচ্ছে।

জাতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কোনটা হতে পারে না। সেই লক্ষ্যেই সরকার দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। অবশ্যই এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে, এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সর্বাগ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ, মেরামত, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষকদের অমনোযোগিতার অবসান, শিক্ষামানের উন্নয়ন, পরিবেশ অনুকূল করে তোলা, নতুন শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতে হবে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বহুসংখ্যক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রয়েছে ১৫ সহস্রাধিক এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সকল প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন, অনুদান প্রদান এবং প্রয়োজনীয়